পাখোরাজ ছেলে

মুল রচনা: শিবরাম চক্রর্বত্তী

নাট্যরুপ: নাট্যশালা

চরিত্র

ছেলে
শিবু
পলি
রসময়

[স্কুল বেলের শব্দ শোনা যায়।]

পলি: ইতিহাসের স্যার, মানে আমাদের এই রসময় স্যার, যত দিন যাচ্ছে তত কড়া হচ্ছেন। কোনো মানে হয় এই এত হোম ওর্য়াক দেওয়ার!

শিবু: যা বলেছিস। দেখিস তোর জলের বোতলের ছিপিটা খোলা, এখুনি উল্টাবে...

পলি: ওফ, আট্টু হলেই হয়েছিল আর কি! রসময় স্যারের হোম ওর্য়াকের বারোটা বেজে যেত....ভাগ্গিস খেয়াল করেছিস। তা আজ ফুটবল প্র্যাকটিস করবি তো?

শিবু: আজ হবে না রে, সন্ধেবেলায় পুনু মাসীর বাড়ি যাওয়া আছে..

পলি: আর তোর এই সন্ধেবেলায় মার সাথে বেড়ানো... ভাল আছিস.. আমার তো বাড়ি ফিরে রোজ ছোড়দার কাছে পড়তে বসা...বোড়কান্তি মহারাজ।

শিবু: তা তোরা প্র্যাকটিস করবি তো? আর তো এক সপ্তা...

পলি: হ্যা তা তো করব'ই .... ক্লাস সেভেন এর কাছে হারতে আমি চা'ই না।

শিবু: ওদের টিমে কিন্তু একটা বেশ দামড়া চেহারার ছেলে আছে..

পলি: জানি অসুবিধা নেই তাতে, আমাদের'ও.......... এই এই .. কে তুমি... কি ব্যাপার?

শিবু: আরে আরে একি...একে? কোথা থেকে এল? এই.. এছেলে যে বেঞ্চির ওপরে উঠে পড়ল?

পলি: কোন ক্লাসের ছেলে তুমি?

শিবু: আগে তো কখন দেখি নি, আচ্ছা বেড়ে পাকা তো?

পলি: আরে তুমি বেঞ্চির ওপরে উঠেছ কেন? বেঞ্চিতে পায়ের ধুলো লাগছে যে?

শিবু: হ্যা ওই বেঞ্চিতে আমরা ব’ই রাখি, আর সেখানে তুমি পা লাগাচ্ছ?

পলি: দেখে তো আমাদের বয়েসী মনে হয়... নতুন ভর্তি হয়েছে বোধহয়... তবে লম্বা আছে..আরে এই ঢ্যাঙা..

শিবু: আরে এযে বেঞ্চির ওপরে খাড়া হয়ে পাখায় হাত দিল... সিলিং ফ্যান নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করে দিল যে।

পলি: আরে এ’ই.. ওই পাখাটা এমনিতেই খারাপ হয়ে আছে কদিন থেকে..

শিবু: হ্যা, সুইচ অন করলেও ঘুরছে না.. হাত দিও না ওতে..

পলি: খারাপ পাখাটাকে তোমার নোংরা হাত লাগিয়ে আর খারাপ কোরো না।

শিবু: আরে এযে কোনো কথাই কানে নিচ্ছে না.. আরে এ্যাই..

পলি: আশ্চর্য্য ছেলে তো... কি হোলো কি.. কথা কানে যাচ্ছে না?

শিবু ও পলি: (সমস্বরে) ও ভাই....কী করছো তুমি পাখাটা নিয়ে? হচ্ছেটা কী?

ছেলে: দেখছি পাখাটাকে।

শিবু: আরে আরে এযে পাখাটাকে হাত দিয়ে ঘোরাতে চাইছে...ওই দ্যাখো.. ওই দ্যাখো.. ও যে ব্লেডগুলো হাতের ধাক্কায় ঘুরিয়ে দিল...

পলি: কোনো লাভ নেই, ওই দ্যাখো না, ওই যে.. তিন পাক ঘুরে পাখা থেমে গ্যালো...

ছেলে: (উচ্চ স্বরে) সুইচটা টিপে দাও তো ভাই.. ও ভাই.. এই যে ভাই তুমি দরজার কাছে দাড়িয়ে...

পলি: আচ্ছা পেছন পা.....

ছেলে: হ্যা হ্যা তোমাকেই বলছি....টিপে দাও তো সুইচটা.. হ্যা এই পাখার সুইচটা.. হ্যা ঠিক আছে

শিবু: এতো প্রথম দিন থেকেই ক্লাসে হ'ইচ'ই লাগিয়ে দিয়েছে, আরে আরে.. এই মরবি তো, এযে আবার পাক মারে ব্লেডগুলোতে....

পলি: কোনো লাভ নেই, বল্লাম না, ওই যে.. দু পাক খেয়ে পাখা থেমে গ্যালো...

শিবু: আমরা অনেক অমন করেছি হে, চলেনি তাতে! আর তুমি চালাবে? খারাপ হয়ে গেছে পাখাটা দেখতে পাচ্ছ না?

ছেলে: তাই তো দেখছি?... কারবোন খারাপ হয়েছে।

শিবু: কারবোন খারাপ হয়েছে? কার বোনের কথা বললে তুমি? আমার বোন বিনির বিষয়ে যদি কিছু বলে থাকো তো তোমাকে আস্ত রাখবো না।

ছেলে: কারও বোনের কথা বলছি না। আমি বলছি কারবোনের কথা। পাখার মধ্যে থাকে।

শিবু: পাখার মধ্যে যার ভাইবোন থাকুক, তার বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। আমার বোন না তুললেই হোলো।

ছেলে: তোমরা যা বলো তাই বলো! পাখা নিয়েই আমার কাজ। বুঝলে ভাই?

পলি: পাখোয়াজ ছেলে! রসময় স্যার বলে না? যে একেকটা ছেলের পাখা গজায়--যারা এঁচোড়ে পেকে যায়? বলে না স্যার? এ হচ্ছে সেই এক নম্বরের পাকা ছেলে।

ছেলে: পাকা ছেলে ন'ই, পাখার ছেলে।

শিবু: এক'ই কথা।
[সমস্ত ছেলের একসাথে স্ট্যাণ্ড আপ হয়ে উঠে দাড়াবার শব্দ]

পলি: (চাপা স্বরে)শিবে, ইতিহাস ক্লাসে ঢুকে গ্যাছে

শিবু: কি?

পলি: (চাপা স্বরে) ইতিহাসের স্যার, রসময়..... ক্লাসে ঢুকে গ্যাছে...

শিবু: (চাপা স্বরে) ও একদম বুঝতে পারিনি.. হি হি..... পাকা ছেলের কাণ্ডটা দ্যাখ..

পলি: (চাপা স্বরে) দেখছি তো! ঠায় বেঞ্চির ওপর দাড়িয়ে আছে।

রসময়: বস, বস সবাই, বস.....ওহে তুমি বেঞ্চির ওপর অমন দাঁড়িয়ে কেন?

শিবু: (চাপা স্বরে) কি পাকা দেখেছিস? জবাব দিল না!

পলি: (চাপা স্বরে) কি জবাব দেবে? আমাদের ইস্কুলের ছেলে তো, যে ক্লাসের'ই হোক না, রসময়বাবু কেমন কড়া মাষ্টার জানা আছে সবার।ওর কাছে ওই সব পাকা পাকা কথা, পাখার কথা পাড়লেই হয়েছে আর কি!

রসময়: আগের মাষ্টার ওকে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে গ্যাছেন বুঝি রে শিবু?- এঘন্টাতেও ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? পড়া পারে নি বোধহয়?

শিবু: আঞ্জে স্যার....

রসময়: কিন্তু আমার ঘন্টায় দাঁড়াবে কেন শুনি? আমার পড়া না পারলে আমি দাঁড় করাবো। আমার ঘন্টার অন্য টীচারের দাঁড় করাবার কী এক্তিয়ার? ওহে! স্ট্যাণ্ড ডাউন। স্ট্যাণ্ড ডাউন ফ্রম দা বেঞ্চ।

পলি: (চাপা স্বরে) শিবে হাত ধরে টেনে বসা হতভাগাকে তোর পাশে; রসময়ের মাথা গরম হলে কিন্তু...

শিবু: (চাপা স্বরে) ওহে! বসে পড়ো বসে পড়ো। রাগ করছেন স্যার- দেখছো না!
রসময়: আমার ক্লাসের ছাত্রকে আমার ঘন্টায় দাঁড় করাবার অন্য টীচারের কী অধিকার? দাঁড় করাতে হয় আমি করাবো। আমার পড়া পারে কিনা দেখি আগে।

পলি: (চাপা স্বরে) সেরেছে! ইতিহাস তো পাতিহাসের মত প্যাঁক প্যাঁক করতে শুরু করে দিল।

রসময়: ওহে বলো তো! আলেকজাণ্ডার সর্ম্পকে কী জানো বলো দেখি?

ছেলে: লালঝাণ্ডার কথা বলছেন-আগ্গে?

পলি: (চাপা স্বরে) সেরেছে! এ ছেলে যে বসে বসে উত্তর দেয়! শিবে ঠেলা মেরে তোল ওকে।

শিবু: (চাপা স্বরে) এই উঠে বলো। বসে বসে জবাব দেয় নাকি হে? দাঁড়িয়ে উঠে স্যারদের সঙ্গে কথা বলতে তাও শেখনি?

ছেলে: আমরা লালঝাণ্ডার দলে নেই মশায়।
রসময়: লালঝাণ্ডার সঙ্গে আলেকজাণ্ডার! তার মানে? গুলিয়ে ফেলেছ বোধ হচ্ছে। পুরু? পুরু কে ছিল?
ছেলে: এক ইঞ্চিও না।লালঝাণ্ডা আর কত পুরু হবে মশাই? লম্বা চওড়ায় কয়েক হাত হতে পারে কিন্তু পুরু নামমাত্র।
রসময়: পুরু নামমাত্র? ইতিহাস বিখ্যাত নাম পুরুর, তুমি তাকে বলছ নামমাত্র? তার ওপর বলছ আবার এক ইঞ্চিও নয়।
ছেলে: এমন কি আধ ইঞ্চিও না।
পলি: (চাপা স্বরে) কি সাহস!
শিবু: (চাপা স্বরে) অন্তত কিঞ্চিৎ সংশোধন তো করেছে নিজেকে।
ছেলে: কাপড় আর কত পুরু হবে বলুন না?
রসময়: কাপড়? কাপড় তুমি পাচ্ছ কোত্থেকে?
ছেলে: কেন, ঐ পতাকার থেকে। পতাকার থেকে কাপড় কিম্বা কাপড়এর থেকে পতাকা যাই বলুন না? এক'ই কথা
রসময়:প-তা-কা
পলি: (চাপা স্বরে) রসময় তো থ'ই পাচ্ছে না
শিবু: (চাপা স্বরে) একেবারে থ মেরে গ্যাছে রে।
রসময়: আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, অন্য প্রশ্ন-- নাদির শা কে ছিলেন? নাদির?
ছেলে: ছাগলের।
রসময়: ছাগলের!..... ছাগলের!!... ছাগলের!!!-----পাগল করে দেবে দেখছি ছেলেটা।
ছেলে: কেন মশাই, পাগলের কি হোলো? আপনি নাদির কথা জিগ্গেস করলেন আমি বলেছি ছাগলের—তা ভুলটা হোল কোথায় শুনি? নাদি তো ছাগলের'ই হয়ে থাকে। ছাগলের নাদির কথাই জানি আমরা।
রসময়: ছাগলের নাদির!
পলি: (চাপা স্বরে) কোথাকার পাঠা!

শিবু: (চাপা স্বরে) স্যারের কপাল ঘেমে গ্যাছে, রুমাল দিয়ে মুছছে দ্যাখ।
পলি: (চাপা স্বরে) স্বাভাবিক!
ছেলে: আপনি কি বলছেন তবে গরুর? গরুর তো নাদি হয় না, যদ্দুর জানি। গরুর হয় গোবর। হাতীর বেলাও তা বলে না- কেন না হাতীর হয় নাদা নাদা! তবে মানুষের বেলায় কি বলে তা আমি বলতে পারব না।
শিবু: (চাপা স্বরে) এই গুহ্য কথাটা ব্যক্ত করতে তার মুখে বাধছে কেন?
পলি: (চাপা স্বরে) ওটাই বোধহয় ওর শালীনতার পরিচয়.. হি হি..
রসময়: হয় তোমার মাথা। তোমার মাথা ভর্তি যা।
ছেলে: আগ্গে না....মানুষের বেলা....মানুষের বেলা...মানুষের তো গোবর হয় না, নাদিও হয় না।
শিবু: (চাপা স্বরে) নরবর হবে বোধহয়..
ছেলে: সে তো শুধু বরের বেলায় হয়ে থাকে। বিয়ের টোপর মাথার চেয়ে বড়ো হলে নড়বড় করে আমি দেখেছি।
রসময়: তোমার মুণ্ডু! ইতিহাসের ক্লাসে তুমি আগাগোড়া ফাঁকি দিয়ে এসেছো—বুঝতে পারছি। পাতা'ই ওল্টাও নি ইতিহাসের। আচ্ছা, শুধু আর একটা প্রশ্ন করবো তোমাকে। পলাশীর বিষয়ে কী জানো তুমি বলো-এতো এই সেদিনের কথা।
ছেলে: কিচ্ছু জানি না। চিনি'ই না তাকে।
রসময়: কিচ্ছু জানো না? আশ্চর্য ! এই সেদিন আমি পড়ালাম-গত শুক্কুরবার। এর মধ্যেই বুলে মেরে দিয়েছো? পলাশীর যুদ্ধের বিষয়ে তুমি কিচ্ছু জান না! আশ্চর্য ! পড়া না করে এসেছো কেন ক্লাসে? বাড়ীতে পড়ো না বুঝি না একদম? কাল রাত্তিরে কী করছিলে?
ছেলে: সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম মশাই। শারুখ খানের ব'ই, যা ড্যান্স দিল... খাসা ছবি হয়েছে।
রসময়: সিনেমা দেখতে! এই কথা বলছ তুমি আমার মুখের ওপর? স্পর্ধা তো কম নয়। পড়া না করে আমার ক্লাসে এসেছ কেন তাহলে?
ছেলে: ইচ্ছে করে আসি নি আমি। আমাদের কারখানার থেকে পাঠিয়েছে আমায়।
সবাই সমস্বরে: কারখানা থেকে!!!!
শিবু: কি কাণ্ড?
পলি: কাণ্ড বলে কাণ্ড... একেবারে কেস গুবলেট কাণ্ড কারখানা।
ছেলে: আগ্গে হ্যাঁ। কারখানার থেকে পাঠিয়েছে। আপনার ইসকুলের ছেলে ন'ই, কারখানার ছেলে আমি।
রসময়: ইর্য়াকি মারতে এসেছো এখানে?
ছেলে: আগ্গে এই ক্লাসের পাখাটার কারবোন বদলাতে এসেছি। আপনার সিলিং ফ্যান সারাবার জন্যে পাঠিয়েছে আমায়।

--সমাপ্ত--

-